International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 59-63
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

তিব্বতীয় মিথকথার ইতিহাসে ভারতীয় সূত্রধারা

ঋতুপর্ণা ঘোষ
গবেষক, পালী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Tibet, Land of black magic, and centre of several mystical stories is considered Shangri-la of east the place of eternal youth. Though India and this Hidden Land Tibet have vast difference but they have closely related with each other. It is strange that in spite of having this vast difference between them, the Tibetan choose to accept the Indian Buddhism, not only that but also Tibetan script, culture, education, literature, grammar all are based on Indian script, culture, education, literature, grammar. And it is not hesitate to say that, most of Tibetan myth and legends are derived from Indian origins. The very common myth in Tibet about the advent of population and the first king of Tibet came originally from India. It is said that, all Tibetan mythology, miracles and legends are rise and progress with Buddhism.

Key Words: Queen of myth, Hidden land, Mystic land, Sron-tsan Gampo, Bon.

'মিথকথার রাণী' বা 'Queen of Myth' নামে প্রসিদ্ধ তিব্বত সারা পৃথিবীর কাছে এমন একটি বিস্ময়কর দেশ যার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী কিংবদন্তি, মিথীয় কাহিনী, গল্প, প্রবাদ এবং জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এর প্রধান কারণ হিসাবে রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় বলেছেন, "তিব্বতের মত এত অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত দেশ সারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই"। এশিয়ার একেবারে হৃদয়ে অবস্থিত, পাহাড়ে ঘেরা দূর্গম, কষ্টসাধ্য, পথ অতক্রম করে খুব কম সংখ্যক মানুষই পৌঁছতে পারতেন তিব্বতের অন্দরমহলে, তাই তন্ত্র, মন্ত্র, জাদুবিদ্যা, রহস্যে পরিপূর্ণ এই তিব্বত আখ্যা পেয়েছিল গোপন রাজ্য বা নিষিদ্ধ দেশ রূপে, যেখানে মানুষ যেতে একসময় ভয় পেতো। আসলে তিব্বতের পাহাড়ে পাহাড়ে এত কিংবদন্তি প্রচলিত, যা খুঁজতে গেলে সমুদ্রে নুড়ি খোঁজার মত অবস্থা হবে।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে কিছু না কিছু মিথকথা আছেই, মিথকথার ভাণ্ডার হিসেবে এই তিব্বতের স্থান সবার উপরে। সবথেকে আশ্চর্য্যের বিষয়, এর এত যে মিথ, এত যে কিংবদন্তি-যা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হয়ে আছে, তার বেশীর ভাগেরই কোন না কোন ভাবে যোগসূত্র আছে ভারতের সাথে। ভৌগলিক দিক থেকে ভারত তিব্বত পাশাপাশি দুটি দেশ হলেও তাদেরকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা, ফলতঃই আলাদা হয়ে গেছে ভারত তিব্বতের জলবায়ু, আবহাওয়া, সামাজিক জীবণযাত্রা প্রায় সমস্ত কিছুই। কিন্তু তা সত্বেও কোন এক আলৌকিক সূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে ভারত ও তিব্বত এই দুটি দেশ। ভারতের সাথে তিব্বতের যোগ চলে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। তাদের ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন, শিল্পকলা, লিপি, বর্ণমালা ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই মিশে আছে ভারতীয় প্রভাব, আবার তিব্বতীয়রা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, তাদের শিরায় শিরায় প্রাচীন ভারতীয়দেরই রক্ত বইছে কাজেই তিব্বতীয় মিথকথার ইতিহাসে বেশিরভাগ কিংবদন্তিগুলির শিকড়, যে ভারত-সে বিষয়ে কার সন্দেহ থাকতে পারে?

তিব্বতীয় মিথকথায় ভারতীয় সূত্রধারা-এই আলোচনাটি দুটি পর্য্যায়ে করাই বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশের পূর্বে, তিব্বতীয় মিথ কথার ইতিহাস, দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের পরবর্তী পর্যায়ে তিব্বতীয় মিথ কথার ইতিহাস। তিব্বতীয় জনগণ বিশ্বাস করেন, একেবারে আদিতে তিব্বত জলের তলায় ছিল, করুণাময় বুদ্ধ সেখানে আবির্ভূত হন এবং পাহাড় কেটে জল বের করে দেন, তার ফলেই তিব্বত জল মুক্ত হয় তিব্বতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে উল্লেখিত, বহুল জনপ্রিয় যে মিথ কথাটি

প্রচলিত তা হল - প্রাচীনকালে এক মহাকায় বানর জাতীয় জীব ও যক্ষিনীর মিলনেই তিব্বতীয় জনজাতির উৎপত্তি। পৃথিবীর একেবারে আদিতে যখন সারা বিশ্ব জলমগ্ন ছিল তখন হিমালয় পর্বত শীর্ষের সামান্য এক জায়গায় এই মহাকায় বানর জাতীয় জীব বসবাস শুরু করেন এবং সারাদিন ধ্যানের মধ্যেই সময় অতিবাহিত করেন। হঠাৎ একদিন এক যক্ষিনী সেখানে অবতীর্ণ হন এবং সেই মহাকায়কে বিবাহ করতে বাধ্য করেন। এরপর তাদের ছয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং ক্রমশ তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা পিতার কাছে এসে খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন তাদেরকে পিতা চাষাবাদ, পশু-পালন শিখিয়ে দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের লোম ও চুল হারিয়ে যায় এবং তারা তিব্বতী জনমানুষ রূপে পরিচিতি লাভ করেন। আসলে সেই মহাকায় হলেন অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব এবং যক্ষিনীটি হলেন তারা দেবী। উল্লিখিত কাহিনীটি প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শৈবতন্ত্রের মতই পরমেশ্বর ও শক্তির উপাসনায় তিব্বতীরা বিশ্বাস রাখে এবং অবলোকিতেশ্বর ও তারা দেবীকেই তাদের উৎস বলে মনে করে।

বিখ্যাত তিব্বতী ঐতিহাসিক বু-তোন উল্লেখ করেছেন, কৌরবদের দ্বাদশ বাহিনীর সাথে যখন পঞ্চপাণ্ডবের সংগ্রাম চলছিল, তখন রাজা রূপতি তাঁর সহস্র যোদ্ধাসহ নারীর ছদ্মবেশে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন, এই রাজা রূপতি ও তাঁর অনুচরদের বংশ থেকেই তিব্বতের আদিবাসীদের উদ্ভব। গবেষক লক্ষ্য করেছেন, তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতের প্রখ্যাত রাজা কোশলরাজ প্রসেনজিতের পঞ্চম বংশধরই যে তাদের আদি পুরুষ একথাও প্রচলিত আছে। আবার অনেক ঐতিহাসিক বলেন, রাজা বিম্বিসারের কনিষ্ট পুত্রের পঞ্চমবংশধর তিব্বতবাসীদের পূর্বপুরুষ-একথাও প্রবাদ আছে। পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস এইধরণের বহুকাহিনী উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিব্বতীয় আদিপুরুষ, যে কোন না কোন সূত্রে ভারতীয়, সে সম্পর্কে সম্পর্কায়িত কিংবদন্তি গুলি যেমন বহুল প্রচলিত ঠিক তেমনিই তিব্বতের আদি রাজা সম্পর্কিত মিথকথাটিও ভারতীয় যোগসূত্রে গাঁথা। শ্রীমতি অলোকা চট্টোপাধ্যায়, তার গ্রন্থ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তিব্বত যখন যক্ষ-রক্ষ-দানবের কবলে ছিল, সেই সময় বৎসরাজ উদয়নের একটি পুত্র হয়, তার চোখের পাতা ঝুলে পড়েছিল, হাতের আঙুলগুলি জোড়া ছিল। পুত্রের বীভৎস চেহেরায় ভীত হয়ে রাজা তাকে একটি ধাতু পাত্রে ভরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। এক কৃষক জল থেকে উদ্ধার করে তাকে লালন-পালন করেন, বড় হয়ে সে এই কাহিনী শুনে মনের দুঃখে হিমালয় চলে যায়, এবং ক্রমে সে ল্হরি ওলপা পার হয়ে চানথাংগোশিতে এসে পৌঁছায়। সেখানে মুথাগ ও মুঘে থেকে বোন পুরহিতরা এসেছিলেন, তাদের সাথে দেখা হওয়ায় তারা জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কে? উত্তরে সে বলে- আমি মহাশক্তিধর, তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তখন সে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। তারা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারলেন না, পুরোহিতরা তাকে দেবতা বলে ঘোষণা করলেন। বোন পুরোহিতরা তাকে এক কাঠের সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ে চললেন, বললেন- ইনি আমাদের প্রভু, একে আমাদের রাজা করব। ত্রঁর নাম হলো ঞাঠি চানপো বা স্কন্ধ বাহিত শক্তিধর। তিব্বতের ইনিই প্রথম রাজা"।

তিব্বতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশ্য এই প্রথম রাজার বংশধারা নিয়ে নানা মত প্রচলিত, যেমন কেউ বলেছেন তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের বংশধর, গোই লোচাবা নামক বিখ্যাত তিব্বত বিশেষজ্ঞ, আবার মঞ্জুশ্রীমূলতন্ত্র উল্লেখ করে তিব্বতের প্রথম রাজাদের লিচ্ছবি বংশোদ্ভূত বলেছেন। শরৎচন্দ্র দাস সহ কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গবেষকগণও এই মত সমর্থন করেন। ফ্রাকে নামক এক গবেষক তাঁর সংগৃহীত নয়টি শিলালিপিতে লাদাখের রাজাদের পূর্বপুরুষরূপে ঞাঠি চানপোর নাম পেয়েছেন। ঞাঠি চানপো থেকে শুরু করে পৌরাণিক তিব্বতের ইতিহাসে সাতাশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, এদের কিছু জনের রাণীর নাম ও পাওয়া যায়, এঁদেরকে ঘিরে যে তিব্বতীয় মিথীয় কাহিনীটি বর্তমান তা হল, এঁরা ছিলেন অলৌকিক পুরুষ, এঁদের উপাধি ছিল 'স্বর্গসিংহাসন'। রানীরাও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা রাজাদের শূন্যে নিয়ে চলে যেতেন তাই মর্ত্যলোকে তাঁদের মরদেহের চিহ্নমাত্র পাওয়া যেত না। এই রাজাদের নামের আগে মাতৃনাম যুক্ত করা হত। এই নারীপ্রাধান্য দেখে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে তিব্বতে এই সময় মাতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ স্বীকার করেন তিব্বতের এই সমস্ত মিথীয় কাহিনীগুলি একেবারে অমূলক নয়, কারণ সম্ভবত কোন না কোন ভারতীয় সূত্র থেকেই তিব্বতীয় জনজাতির উদ্ভব। বর্তমান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায় এবং বেশ কিছু তিব্বতীয়দের মধ্যে ইন্দোমঙ্গলীয় সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। তিব্বতের বিখ্যাত ইতিহাস 'পগ্-সম-জোঙ- সাঙ' এ এদের আদি পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় যে, তারা ভারত ও হোর নামক জাতির সংমিশ্রত জাতি। তিব্বতবাসীগণ তিব্বতকে বোদ নামে উল্লেখ করেন-এটি ভারতীয় সংস্কৃত 'ভোট' শব্দের বিকার মাত্র। বলাবাহুল্য, ভারতে বসবাসকারী ভোটিয়া উপজাতিদের সাথে এদের সম্পর্ক আছে।

আবার ভারতীয় মহা কাব্য রামায়ণের সাথে তিব্বতীয় মহাকাব্য কে-সর (ke-sar) এর ব্যপক মিল লক্ষ্য করা যায়। এই মহাকব্য অলোকিকত্ব, ঐশ্বরিক বা দৈবিকশক্তি ইত্যাদি নানা কল্পকাহিনীতে ভরপুর। কে-সর নামক লিং জাতির তিব্বতিরাজার পত্নীকে হরণ করে নিয়ে যায় পাশের রাজ্যের এক আসুরিক ক্ষমতা সম্পন্ন রাজা হোর। রানীকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ এবং অলৌকিক শক্তির বলে জয়লাভ-যার মধ্যে রামায়ণের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট লক্ষ্যকরা যায়। এই মহাকাব্যটি দীর্ঘ এবং তিন ভাগে বিভক্ত। সব থেকে আশ্চর্য্য এই মহাকাব্যের সামান্য কয়েকটি হাতে লেখা পুঁথি ছাড়া অন্য কোন লিখিত আকার নেই, এটি তিব্বতবাসীদের মুখে মুখে প্রচারিত একটি বিখ্যাত কাহিনী।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত এবং প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে ধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাধান্য লাভ করে নানা ধরণের কিংবদন্তি, কল্পকথা, মিথকথা-যার ধারা আজ ও চলে আসছে এবং তিব্বতীয়দের মনের ভিতর প্রকটভাবে জায়গা করে নিয়েছে। স্বয়ং রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলছেন- "এখানে দেখলাম ঔষুধ দেওয়া, ভবিষ্যৎ গণনা করা এবং তন্ত্র-মন্ত্র প্রয়োগ করা-এই ত্রিবিধ বিদ্যার ভীষণ সমাদর। এই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শীদের সম্মান পায় রাজকীয়"। সারা তিব্বতের আনাচে কানাচে, তাদের ধর্মীয়-সমাজজীবনে, শিল্প-চিত্রকলায়, নৃত্য-সঙ্গীতে, যাত্রায় ইত্যাদি সব কিছুতেই বিভিন্ন কল্প-কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে তিব্বতীয় মিথকথার ইতিহাস-যা একে যন্তরমন্তরের দেশ, অলৌকিকত্বের দেশ, নিষিদ্ধ দেশ ইত্যাদি নানারূপে আখ্যা প্রদান করেছে।

তিব্বতের প্রাচীন ধর্ম ছিল বোন বা পোন-যা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল। প্রবল বাঁধা সত্বেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম সারা তিব্বতকে তার মায়াজালে আবৃত করে ফেলে। প্রথম যে কাহিনীটির মাধ্যমে এই দেশে বৌদ্ধধর্মের বীজ বপন হয়েছিল তা এক অলৌকিক ঘটনা। বহুকাল আগে তিব্বতের প্রাচীন বোন ধর্মীয় রাজবংশে লহাথো-থোরি এঞাংচান নামে এক রাজা ছিলেন, ষোড়শ বর্ষীয় এই রাজা একদিন প্রসাদে বসেছিলেন হঠাৎ শূন্য থেকে অলৌকিক ভাবে প্রাসাদ শীর্ষে নেমে আসে এক পেটিকা। তার মধ্যে কারন্ডব্যূহ ও শত উপদেশ গাথা নামক দুটি মহামূল্যবান গ্রন্থ ও একটি স্বর্ণ চৈত্য ছিল। রাজা জিনিষগুলি সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারলেন না, অনুভব করলেন এগুলি ঐশ্বরিক শক্তি সমন্বিত মূল্যবান কিছু উপকরণ, তাই অতি শ্রদ্ধায় সযত্নে রেখে দিলেন এবং এগুলি প্রাপ্তির ফলে রাজার আয়ুও বৃদ্ধি পেল। তিনি দৈববানী শুনলেন, তার পরবর্তী পঞ্চম পুরুষের সময়ে অলৌকিক এই বিষয়গুলির অর্থ জানা যাবে। পরবর্তীকালে এই রাজাকে সমন্তভদ্রের অবতার বলা হয়। গোই লোচাবা, সুম্‌পা, শরৎচন্দ্র দাস, রখিল প্রভৃতি তিব্বত বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

তিব্বতের প্রথম বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাজা হলেন স্রোং-সন-গম-পো। সপ্তম শতাব্দীতে এই সময়ই বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে জনগণকে প্রভাবিত করে। তিব্বতীয় ধর্ম এবং সভ্যতার জনক এই রাজার বহুমুখী কীর্তিকলাপ তিব্বতে বিভিন্ন লোকসংগীতে, কাহিনীতে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিকরা বলেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে স্রোং-সন্‌-গম-পোর প্রেরণার উৎস ছিলেন তাঁর বিদেশিনী দুই রানী-নেপালের রাজকন্যা ও চীনের রাজকন্যা। তাই এই বিখ্যাত রাজা ও তাঁর দুই রানীর বিশিষ্ট ভূমিকা তিব্বতবাসীরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এই কারণে সম্রাট স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে ও তাঁর মহিষীদ্বয়, নেপাল রাজকন্যা অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম শক্তি মূর্তিমতী শ্বেততারা ও চীন রাজকন্যা অপর শক্তি হরিৎ ভৃকুটিতারা রুপে পূজিত হন। এই দুই রানীই তিব্বতে প্রথম বুদ্ধমূর্তি আনয়ন করেন এবং রাজা রানীদের উৎসাহে মন্দিরও নির্মাণ করেন। রাজাকে তিব্বতের মানুষ 'ছোইজল' বা ধর্মরাজ উপাধি দিয়েছিলেন। রাজা, তরুণ প্রখ্যাত মন্ত্রী থোন-মি সম্বোটকে ভারতে পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমেই প্রথম দেশে বর্ণমালা, লিপি প্রনয়ন করেন। এই সময় থেকেই ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ শুরু হয়ে যায়। এককথায় অন্ধকার দেশে আলোক বর্ষিত হতে শুরু করে। স্রোং-সন্‌-গম-পোর নামের সন্‌ শব্দটি থেকেই বাঙলায় সন কথাটি এসেছে অনুমান করা হয়।

স্রোং-সন্‌-গম-পোর পরবর্তী রাজা ঠি-স্রোং- দে চান তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের উন্নতির প্রয়োজনে ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য শান্তরক্ষিত,পদ্মসম্ভব, কমলশীলকে একে একে আমন্ত্রণ জানান এবং প্রকৃত মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভূত প্রচার শুরু হয়। কথিত আছে, এসময় বৌদ্ধধর্মীয়দের, তিব্বতের প্রাচীন বোন ধর্মের ভূত, প্রেত, যক্ষ-রক্ষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই শান্তরক্ষিত ভারতের প্রখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধাচার্য পদ্ম সম্ভবকে আমন্ত্রণের কথা রাজাকে জানান, কারণ পদ্মসম্ভব ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি তিব্বতীয় মন্ত্র-তন্ত্র, অলৈকিকত্বে বিশ্বাসী মানুষদের সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন। প্রবাদ আছে, আচার্য পদ্মসভব যাত্রাপথেই বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হন তিনি তুষার ঝড় ইত্যাদির দ্বারা আবৃত হয়ে পড়লেও তন্ত্র সাধনার অগ্রগামী আচার্য নিজের অলৌকিক ক্ষমতা বলে যাদুবিদ্যা, মন্ত্র তন্ত্রের দ্বারা সবরকম অকুশল ভৌতিক শক্তিকে পরাভূত করেন। তিব্বতকেও নানা বোনধর্মের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। পদ্মসম্ভব কিভাবে যক্ষ-রক্ষদের বশীভুত করেন সে সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী আজ ও ওদের মুখে মুখে প্রাচারিত। তাঁর জন্ম কাহিনীটিও অলৌকিক। তিব্বতীয় সূত্র থেকেই

জানা যায়, পদ্মসম্ভব ভারতের উরজ্যানরাজ ইন্দ্রভূতির পুত্র। অমিতপ্রভাস্বর অমিতাভ বুদ্ধের অবতার রক্ত রশ্মির রূপ ধরে এক পবিত্র হ্রদে অবতরণ করেন। রাজা দেখেন সেই হ্রদের জলে এক অনুপম সুন্দর পদ্ম ফুটেছে আর সেই বিকশিত পদ্মপর্ণে চতুর্দিক আলোকিত করে দেবদূর্লভ কান্তি এক অষ্টম বর্ষীয় বালক বসে আছে, বালিকটির হাতে এক দণ্ড ছিল, তাই তার নাম দেওয়া হল পদ্মসম্ভব। পদ্মসম্ভবের অলৌকিক কীর্তির বহু কাহিনী প্রচলিত আছে তিব্বতে। যেমন, একদিন তিনি দলবল নিয়ে শুঁড়িখানায় বসে মদ্যপান করছিলেন, হঠাৎ খেয়াল হল তাঁর কাছে কোন পয়সা কড়ি নেই- মদের দাম দেওয়ার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় চাইলেন এবং যতইচ্ছা মদ্যপান করতে থাকলেন, আচার্য তখন মন্ত্র বলে সূর্যের গতি রুদ্ধ করে দিলেন ফলে, সাতদিন ধরে সূর্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হতে লাগল সারা দেশ। নিরুপায় মদ্য বিক্রেতা তার প্রাপ্য টাকা পয়সা আর চাইলনা, তার পাওনা ছেড়ে দেওয়ায় আবার রাত্রি হল। তিব্বতের যক্ষ, রক্ষ ও অশুভ শক্তিদের কিভাবে জব্দ করেছিলেন তার অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী তিব্বতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে করেছে, যেমন, এক যক্ষিনী পদ্মসম্ভবকে দুটি পর্বতের মধ্যে পিষে মারার চেষ্টা করলে তিনি যোগবলে আকাশে উঠে গিয়ে তাকে পরাজিত করেন, পদ্মসম্ভব এই ধরনের বহু দৈত্য দানবের কাউকেই হত্যা করেননি বরং তাদের বশীভূত করে নিজের অনুচর করেছেন, পদ্মসম্ভব তাই আজও ব্যাপকভাবে পূজিত, তিনি লো-পোন্ অর্থাৎ গুরু বা রিন-পো-চে অর্থাৎ অমূল্য গুরু নামে পরিচিত।

মহাযানের বিবর্তনের ফলে মন্ত্রযানের সৃষ্টি হয় এবং তা আবার কালচক্রযানে বিবর্তিত হয় এর মধ্যেই বহু হিন্দু দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে ও নতুন নতুন বৌদ্ধদেবদেবীর পূজা শুরু হয়, এখানে মন্ত্র তন্ত্র, জাদুবিদ্যা নানা অলৌকিকত্ব প্রাধান্য পায়। এরপর ধীরে ধীরে আবার তিব্বতীয় প্রাচীন বোন ধর্মীয় ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপও বৌদ্ধধর্মের সাথে সংমিশ্রিত হতে থাকে, ফলতঃই তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের এক নবরূপায়ন ঘটে, ভারতীয় সুন্দর সুন্দর দেবদেবী ভয়ংকর রূপ ধারন করে। তান্ত্রিক হিন্দুদেবী কালির সাথে ধ্যনীবুদ্ধের বা আদিবুদ্ধের মিলন কল্পনা করে উক্ত মিলনের ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বহু দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করা হয়। এইভাবেই কল্পিত হয়েছে ভয়ংকর রূপধারী হেরুক, কালচক্র, অচল, বজ্রভৈরব, নীলতারা, সাদাতারা, মহাকাল, যম, হয়গ্রীব ইত্যাদি। কালক্রমে তৈরী হয় তিব্বতীয় মিথীয় কাহিনীগুলি এবং এর থেকেই জন্ম হয় বিশাল এক তিব্বতীয় মিথীয় সাহিত্যের ভান্ডার-যা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে চরম আকর্ষণীয় বিষয়।

ভারতের অনুকরনে তিব্বতের প্রায় সমস্ত মন্দির গাত্রেই দেবদেবীর নানা কাহিনী চিত্রিত করা হয়। বৌদ্ধ জাতকের মত, অবতার পুরুষ তা-লাই লামাও তিব্বতে বার বার অবতীর্ন হন। এদের বিশ্বাস অভিষিক্ত তা-লাই লামার অভ্যন্তরে ভগবান বুদ্ধের আত্মা আবির্ভূত হন।

যাঁরা তিব্বত বা ওদের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সাথে পরিচিত তাঁরাই জানেন এদের বিখ্যাত ষড়ক্ষরী মন্ত্র- 'ওঁ মনিপদ্মে হুং'-যা তিব্বতের বাড়িতে বাড়িতে মন্দিরে, পাহাড়ে, পাথরে, গাছের ডালে ঝোলান পতাকার মাধ্যমে লিখিত থাকে, তবে সবচেয়ে বিখ্যাত হল তিব্বতীয় 'মানী' বা 'মনিচক্র'। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই মনিচক্র লাগান থাকে, হাওয়ার বা ঝর্ণার জলের শক্তিতে মনিচক্র ঘুরতে থাকে, এগুলি আকারে মাঝারি থেকে বেশ বড় হয়, আর ছোট ছোট মানীগুলী অনেকেই হাতে করে অনবরত ঘোরাতে থাকে, ওরা মনে করে, মনিচক্র থেকে নির্গত শব্দ, এত পূণ্য উৎপাদন করে, যা তিব্বতের আকাশে বাতাসে অনুরণিত হয়ে তিব্বতকে, তার মাটিকে, আবহাওকে পবিত্র রাখে, ঠিক যেমন ভারতীয়রা বিশ্বাস করে মন্দিরের ঘন্টা বা শাঁখের আওয়াজ কিংবা বেদমন্ত্র পাঠ এক পবিত্র বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। সব তিব্বতীয়রাই বিশ্বাস করে ওদের এই অসংখ্য মনিচক্র থেকে অর্জিত পূণ্যফল সারা পৃথিবীর হাজার হাজার প্রাণীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

আসলে তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বা অন্য সমস্ত কিছুর আদান প্রদানের মাধ্যমেই ছিল বৌদ্ধধর্ম, কারণ ভারত থেকে যেমন বহু পন্ডিত ব্যক্তি তিব্বতে গিয়েছিলেন তেমনই বহু তিব্বতীয় ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ পঠনপাঠনের জন্য। ফলতঃই উভয় দেশের সাধারণ জনমানসের ভিতর একটা দেওয়া নেওয়ার সুর দীর্ঘদিন ধরেই চলে এসেছে। ভারতের লিপি, বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ছন্দের রীতি, অভিধান, শিল্প, অভিনয়, কলাবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মতই তিব্বতীয় কিংবদন্তি, গল্পগাথা, মিথীয় কাহিনী সমস্ত কিছুর মধ্যেই কোন না কোন ভাবে ভারতীয় সূত্র জড়িত, কিন্তু তা সত্বেও তিব্বতের নিজস্ব রঙে রঙীন হয়ে এক নতুনত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তিব্বতীয় মিথকথার ইতিহাস।

তথ্যসূত্র :

1. Bapat, p.v. *2500 years of Buddhism.* Delhi, Publication Division, 1959.
2. Banarjee, Anukul Chandra, *Buddhism in India and Abroad*. Calcutta, The World Press Private Ltd.1973.
3. Bell, Charles, *Tibet past and present*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1990.
4. Bu-ston. *History of Buddhism,* 2vols, Tr. From Tibetan by D.E.Oberamiller, Heidllerg, 1931-1932.
5. চট্টোপাধ্যায় অলোকা, *অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান*, নিউ এজ প্রিন্টার্স, কলকাতা, ১৯৮২।
6. Das Sarat Chandra, *India pandits in the Land of Snow,* Baptist Mission Press, Calcutta, 1893.
7. Dutt, Nalinaksha. *Mahayana Buddism.* Calcutta (Now Kolkata), Firma K.L. Mukhopadhyay, 1973.
8. হালদার মনিকুন্তলা, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৬।
9. Power John, *Introduction to Tibetan Buddhism,* Snow Lion Publication, Newyork, 1995.
10. Pathak Suniti Kumar, *The India Nitisastras in Tibet,* Motilal Banarsidass, Delhi, 1974.
11. Roerich, G.N. *(The) Blue Annals,* Delhi, Motilal Banarsidass, 1988.
12. Sangharakshita, *Tibetan Buddhism an Introduction, New age books,* New Delhi, 2010.
13. Sanyal P.K., *Golden age of Tibet,* Sanjay book centre, Varanasi, 2004.
14. সাংকৃত্যায়ন রাহুল, *তিব্বতে সওয়া বছর*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২।

*****